রামগোপাল ও আরেকজন

বনাম

মধ্য প্রদেশ রাজ্য

(২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯)

২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২১

[এন. ভি. রামন্না, ভারতের প্রধান বিচারপতি এবং সূর্য কান্ত, বিচারপতি]

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৮২ এবং ৩২০ - ফৌজদারি বিচার বাতিল - পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ/নিষ্পত্তির ভিত্তিতে - ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির কাঠামোর মধ্যে এখতিয়ার বনাম ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট বা সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত ক্ষমতা - স্থির করে: ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির কাঠামোর মধ্যে একটি অপরাধ আপোষ করার সীমিত এখতিয়ার ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্টে ন্যস্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ইনভোক করার ক্ষেত্রে বাধা নয় - ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির বিপরীতে যেখানে আদালত বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে 'আপোষযোগ্য' অপরাধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়, সেখানে ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট বা সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত অসাধারণ ক্ষমতা ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির সীমা ছাড়িয়ে ইনভোক করা যেতে পারে - তা সত্ত্বেও, ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার প্রসঙ্গে, ব্যাপক প্রশস্ততার এই ধরনের ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রেখে: (i) সমাজের উপর অপরাধের প্রকৃতি এবং প্রভাব; (ii) আঘাতের গুরুত্ব, যদি থাকে; (iii) অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আপোষের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি; এবং (iv) কথিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে এবং পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এবং/অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা - ভারতের সংবিধান, ১৯৫০ – অনুচ্ছেদ ১৪২।

ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৮২ – ফৌজদারি বিচার বাতিল - পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ/নিষ্পত্তির ভিত্তিতে - ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার পরিধি – আদেশ করে: হাইকোর্ট অপরাধের প্রকৃতি এবং পক্ষগুলির শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে এবং ভুক্তভোগী স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার সম্মতি দিয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ধরনের কার্যক্রম বাতিল করতে পারে, এমনকি যদি অপরাধগুলি অ-আপোষযোগ্য হয় - গুরুতর নয় এমন অপরাধ জড়িত ফৌজদারি কার্যক্রম বা যেখানে

অপরাধগুলি মূলত ব্যক্তিগত প্রকৃতির, সেগুলি বাতিল করা যেতে পারে এই সত্য নির্বিশেষে যে বিচার ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল খারিজ হয়েছে -তবে, যে সকল ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আপোষ করা হয়, সেখানে হাইকোর্টের এই ধরনের বিচক্ষণতা সততার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, আপোষের পদ্ধতি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের পাশাপাশি ঘটনার আগে ও পরে অভিযুক্তের আচরণ বিবেচনা করে।

ভারতের সংবিধান, ১৯৫০ – অনুচ্ছেদ ১৪২ – ফৌজদারি বিচার বাতিল – ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সুপ্রিম কোর্টে ন্যস্ত ক্ষমতার প্রকৃতি – স্থির করে: ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারকে সাধারণ বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমিত বা প্রতিবন্ধিত করা যাবে না – এমনকি ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল ও রদ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ক্ষমতা প্রদানকারী ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির মতো স্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতেও, ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার সুপ্রিম কোর্টকে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়, যাতে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায় – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৪৮২।

আপিলগুলি খারিজ করে, আদালত

আদেশঃ ১. এটি সত্য যে 'অ-আপোষযোগ্য' অপরাধগুলি ফৌজদারি আদালত কর্তৃক ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগের নামে আপোষ করা যাবে না। আদালত কর্তৃক এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংশোধন করার সমতুল্য হবে, যা আইনসভার একচেটিয়া এখতিয়ার। ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষায় কোনো স্পষ্ট বা সুপ্ত অস্পষ্টতা নেই, যা এর ব্যাপক ব্যাখ্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে এবং এর ব্যাপক ব্যাখ্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে এবং 'আপোষযোগ্য' অপরাধের তালিকায় এমন অপরাধগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা সচেতনভাবে অ-আপোষযোগ্য হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির কাঠামোর মধ্যে একটি অপরাধ আপোষ করার সীমিত এখতিয়ার ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্টে ন্যস্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা নয়। হাইকোর্ট, একটি মামলার বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতি এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ বিবেচনা করে, যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে এবং/অথবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধিকে ব্যবহার করতে পারে।

২. অপরাধের প্রকৃতি এবং পক্ষগুলির শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে এবং ভুক্তভোগী স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার সম্মতি দিয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, হাইকোর্ট ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ধরনের কার্যক্রম বাতিল করতে পারে, এমনকি যদি অপরাধগুলি অ-আপোষযোগ্য হয়। হাইকোর্ট নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তির শরীর ছাড়িয়ে অপরাধের পরিণতিমূলক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে পারে এবং তারপরে একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে, যাতে অপরাধ, এমনকি যদি শাস্তিহীনও থাকে, তবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত বা পঙ্গু না করে।

৩.১. গুরুতর নয় এমন অপরাধ জড়িত ফৌজদারি কার্যক্রম বা যেখানে অপরাধগুলি মূলত ব্যক্তিগত প্রকৃতির, সেগুলি বাতিল করা যেতে পারে এই সত্য নির্বিশেষে যে বিচার ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল খারিজ হয়েছে। শাস্তি প্রদানই ন্যায়বিচার প্রদানের একমাত্র রূপ নয়। আইন সমানভাবে প্রয়োগ করার সামাজিক পদ্ধতি সর্বদা বৈধ ব্যতিক্রমের অধীন। যে সকল ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আপোষ করা হয়, সেখানে হাইকোর্টের এই ধরনের বিচক্ষণতা সততার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, আপোষের পদ্ধতি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের পাশাপাশি ঘটনার আগে ও পরে অভিযুক্তের আচরণ বিবেচনা করে। ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের মূল ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনো কঠোর ও দ্রুত নিয়ম থাকতে পারে না। ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার একটি সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা কঠোর বা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা একটি মামলার প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে বরং গুরুতর অবিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, যেখানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, সেখানে এই ধরনের কোনো সুবিধা বাড়ানো উচিত নয়।

৩.২. গুরুতর বা জঘন্য অপরাধ বা যে অপরাধগুলিতে নৈতিক অধঃপতন জড়িত বা সমাজের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা জননীতি সম্পর্কিত বিষয় জড়িত, সেগুলিকে শুধুমাত্র দুটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এই ধরনের অপরাধের সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। বাতিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জঘন্য অপরাধ মুছে ফেলা

শুধুমাত্র সমাজে একটি ভুল বার্তা পাঠাবে না বরং অসাধু অভ্যাসগত বা পেশাদার অপরাধীদের অযাচিত সুবিধা দিতে পারে, যারা জবরদস্তি, হুমকি, সামাজিক বয়কট, ঘুষ বা অন্যান্য সন্দেহজনক উপায়ে একটি 'নিষ্পত্তি' সুরক্ষিত করতে পারে।

৪. এই সুপ্রতিষ্ঠিত মাপকাঠিগুলি বিবেচনা করে, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের আদেশ, যা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯-তে শেষ হয়েছে, হাইকোর্টের একটি অ-আপোষযোগ্য অপরাধ আপোষ করার ক্ষমতা নেই বলে রায় দিয়েছে, তা ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অজ্ঞতার কারণে এবং এইভাবে তা অস্থিতিশীল। তবে, কর্ণাটক হাইকোর্টের রায় ও আদেশ, যা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮-এর জন্ম দিয়েছে, এই কারণে ত্রুটিযুক্ত হতে পারে না যে পক্ষগুলি কোনো আপোষ/নিষ্পত্তি হাইকোর্টের নজরে আনেনি।

৫. সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারকে সাধারণ বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সীমিত বা প্রতিবন্ধিত করা যাবে না। এমনকি ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল ও রদ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টকে ক্ষমতা প্রদানকারী ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির মতো স্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতেও, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার এই আদালতকে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়, যাতে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়। এটি করার সময়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে, যা সমষ্টির শান্তি বজায় রাখার মহৎ দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং একজন ব্যক্তিকে কারাগারে রাখার যুক্তি তার সংস্কারের লক্ষ্যে নিবদ্ধ।

৬. ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির বিপরীতে যেখানে আদালত বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে 'আপোষযোগ্য' অপরাধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়, সেখানে ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট বা সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে ন্যস্ত অসাধারণ ক্ষমতা ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির সীমা ছাড়িয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার প্রসঙ্গে, ব্যাপক প্রশস্ততার এই ধরনের ক্ষমতা সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রেখে: (i) সমাজের চেতনার উপর অপরাধের প্রকৃতি এবং প্রভাব; (ii) আঘাতের গুরুত্ব, যদি থাকে;

(iii) অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আপোষের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি; এবং (iv) কথিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে এবং পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এবং/অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা।

৭. উপরোক্ত পরামিতিগুলি মূল্যায়ন করে এবং বর্তমান দুটি আপিলের বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই আদালত নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করতে এবং ফলস্বরূপ উভয় আপিলে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বাতিল করতে ইচ্ছুক:

প্রথমত, এই আপিলগুলিতে জড়িত ঘটনা(গুলি) সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফৌজদারি কার্যক্রমের বাড়তি প্রভাব হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে;

দ্বিতীয়ত, যে আঘাতগুলির জন্য আপিলকারীরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি তাদের মানসিক বিকৃতি বা এমন গুরুতর প্রকৃতির অপরাধের ঘটনা প্রদর্শন করে না যেগুলি বাতিল করলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে;

তৃতীয়ত, অপরাধের প্রকৃতি এবং আঘাতগুলির বিবেচনায়, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে বিচার শেষ হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাদের আপিল(গুলি) খারিজ হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক;

চতুর্থত, পক্ষগুলি নিজেদের ইচ্ছায়, কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মতভেদ ভুলে গেছে এবং তাদের বিরোধ(গুলি) নিষ্পত্তি করতে চায়;

পঞ্চমত, উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনা(গুলি) যথাক্রমে ২০০০ এবং ১৯৯৫ সালের অনেক আগে ঘটেছিল। রেকর্ড অনুযায়ী এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে কথিত আপোষের আগে বা পরে পক্ষগুলির মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে;

ষষ্ঠত, যেহেতু আপিলকারী এবং অভিযোগকারী(গুলি) একই গ্রাম(গুলি) এর বাসিন্দা এবং/অথবা কাছাকাছি কাজ করে, তাই ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা পক্ষগুলির মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে যারা যেকোনো বিদ্বেষ ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করতে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ না নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এবং

সপ্তমত, পক্ষগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং/অথবা আপিলকারীদের ফলস্বরূপ বেকসুর খালাস গ্রহণ করলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনের উদ্দেশ্য অপ্রভাবিত থাকবে; বিশেষত তাদের বর্তমান বয়স বিবেচনা করে।

জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১২) ১০ এস.সি.সি. ৩০৩ : [২০১২] ৮ এস.সি.আর ৭৫৩ ; মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম লক্ষ্মী নারায়ণ এবং অন্যান্যরা (২০১৯) ৫ এস.সি.সি. ৬৮৮ : [২০১৯] ২ এস.সি.আর ৮৬৪ ; নরিন্দর সিং এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা (২০১৪) ৬ এস.সি.সি. ৪৬৬ : [২০১৪] ৪ এস.সি.আর ১০১২ ; মণিকা কুমার এবং অন্য বনাম ইউ.পি. রাজ্য (২০০৮) ৮ এস.সি.সি. ৭৮১ : [২০০৮] ৯ এস.সি.আর ৯৪৩ ; মনোহর লাল শর্মা বনাম ভারত ইউনিয়ন (২০১৪) ২ এস.সি.সি. ৫৩২ : [২০১৩] ১৭ এস.সি.আর ১০৯৯ ; এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৯৮) ৪ এস.সি.সি. ৪০৯ : [১৯৯৮] ২ এস.সি.আর ৭৯৫ – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা (১৯৯১) ৪ এস.সি.সি. ৫৮৪ : [১৯৯১] ১ সম্পূরক এস.সি.আর ২৫১ - অনুসরণ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০১২] ৮ এস.সি.আর ৭৫৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[২০১৯] ২ এস.সি.আর ৮৬৪	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১০
[২০১৪] ৪ এস.সি.আর ১০১২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৯১] ১ সম্পূরক এস.সি.আর ২৫১	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৬
[২০০৮] ৯ এস.সি.আর ৯৪৩	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[২০১৩] ১৭ এস.সি.আর ১০৯৯	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৯৮] ২ এস.সি.আর ৭৯৫	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯।

২০০৬ সালের ফৌজদারি পর্যালোচনা নং ১০১০-এ গোয়ালিয়রের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট, জবলপুর বেঞ্চের ২৭.১১.২০০৯ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮ সহ।

আর আনন্দ পদ্মনাভন, দেবরতি সাধু, শশী ভূষণ কুমার, রাজেশ শ্রীবাস্তব, শ্রীমতি মৃদুলা রায় ভরদ্বাজ, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

শুভ্রাংশু পাধি, আশীষ যাদব, রক্ষিত জৈন, ভিশান বনশাল, পশুপতি নাথ রাজদান, পালভ আগরওয়াল, আশুতোষ কুমার, শ্রীমতী মৈত্রেয়ী জগৎ যোশী, আইনজীবীরা উত্তরদাতার জন্য।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেন

সূর্য কান্ত, বিচারপতি

১. এই দুটি ফৌজদারি আপিল, ২০০৯ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখের মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গোয়ালিয়র বেঞ্চের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯ এবং ২০০৯ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখের কর্ণাটক হাইকোর্টের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮, যদিও দুটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র ঘটনা সম্পর্কিত, তবে একটি সাধারণ আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার প্রস্তাব করা হয়েছে কারণ এই দুটি আপিলে জড়িত আইনের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি অভিন্ন।

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯ এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা

২. ২০০০ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখের এফআইআর থেকে উদ্ভূত প্রসিকিউশনের সংস্করণ, পুলিশ স্টেশন আম্বাহ, মোরেনা, এম.পি. হল যে কিছু আর্থিক বিরোধের কারণে, আপিলকারীরা পদ্ম সিং (অভিযোগকারী) কে গালিগালাজ করে এবং আক্রমণ করে। আপিলকারী নং ১ অভিযোগকারীর বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙুল কেটে ফেলে একটি ফারসা দিয়ে আঘাত করেছিল বলে অভিযোগ। আপিলকারী নং ২ অভিযোগকারীর শরীরে লাঠির আঘাতও করেছিল। আপিলকারীদের পরবর্তীতে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (অতঃপর, 'আইপিসি') এর ধারা ২৯৪, ৩২৩ এবং ৩২৬ পঠিত ৩৪ এবং তপসিলি জাতি ও উপজাতি (অত্যাচার প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯ এর ধারা ৩ এর অধীনে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়েছিল। প্রমাণ বিশ্লেষণ করে, বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (এফসি), আম্বাহ, আপিলকারীদের আইপিসি এর ধারা ২৯৪, ৩২৩ এবং ৩২৬ পঠিত ৩৪ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং আইপিসি এর ধারা ৩২৬ পঠিত ৩৪ এর অধীনে তিন বছরের সর্বোচ্চ সাজা দেন। তাদের অবশিষ্ট অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল।

৩. আপিলকারীরা আম্বাহর অতিরিক্ত দায়রা বিচারকের আদালতে তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়াকে বিরোধিতা করে। সেই আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন, আপিলকারী এবং অভিযোগকারী তাদের মতপার্থক্যগুলি মিটিয়ে নেয় এবং ২০০৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তাদের মধ্যে একটি আপোষ হয়। বিজ্ঞ দায়রা বিচারক পক্ষগুলির যৌথভাবে দাখিল করা নিষ্পত্তির বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং আইপিসি এর ধারা ২৯৪ এবং ৩২৩ সহপঠিত ৩৪ এর অধীনে অপরাধগুলি আপোষ করেন, আপিলকারীদের এই অভিযোগগুলি থেকে খালাস দেন। আদালত, তা সত্ত্বেও, ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির স্কিমের মধ্যে উক্ত অপরাধটি 'অ-আপোষযোগ্য' হওয়ায় আইপিসি এর ধারা ৩২৬ সহপঠিত ৩৪ এর অধীনে তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া বহাল রাখেন। বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, পক্ষগুলির মধ্যে নিষ্পত্তির বিষয়টি বিবেচনা করে, সাজার পরিমাণ তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড থেকে এক বছরে কমিয়ে দেন।

তবুও ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারীরা মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের গোয়ালিয়র বেঞ্চে একটি ফৌজদারি রিভিশন দায়ের করে, তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজাকে বিরোধিতা করে। বিকল্পভাবে, তারা আপোষের পরিপ্রেক্ষিতে আইপিসি এর ধারা ৩২৬ এর অধীনে অপরাধ আপোষ করার চেষ্টা করে।তবে, এই ধরনের প্রার্থনা হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত হয়নি, পুনরায় উল্লেখ করে যে অপরাধটি 'অ-আপোষযোগ্য'। হাইকোর্ট, তবুও, কারাবাসের মেয়াদ আপিলকারীদের ইতিমধ্যে ভোগ করা সময়ের মধ্যে আরও কমিয়ে দেয়। আপিলকারীরা এখন এই আদালতে এসেছেন, পক্ষগুলির মধ্যে নিষ্পত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আইপিসি-এর ধারা ৩২৬ এর অধীনে তাদের অ্যাক্টাস রেয়াস আপোষ করার জন্য আবেদন করছেন।

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮ এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা

৪. ঘটনাটি ১৯৯৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখের ১৯৯৫ সালের এফআইআর নং ২৫, পুলিশ স্টেশন তীর্থাহল্লি, শিমোগা, কর্ণাটক থেকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, আপিলকারী এবং অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা, যাদের সকলেই একই পরিবারের সদস্য, অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ ছিল কারণ তিনি বন বিভাগের কর্মকর্তাদের কাছে কিছু আপত্তিকর তথ্য দিয়েছিলেন, যার ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। অসন্তুষ্ট আপিলকারীরা অভিযোগকারীকে তাদের বাড়িতে প্রলুব্ধ করে এবং তার হাত একটি জানালার সাথে বেঁধে অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। আরও অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত নং ৫ থেকে ৭ আপিলকারীদের অভিযোগকারীকে আক্রমণ করতে উস্কানি দিয়েছিল, এছাড়াও তাকে ঘুষি ও লাথি মেরেছিল। অভিযোগকারীর পরিবারের সদস্যরা তাকে তাদের বাড়ির কাছে একটি গর্তে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় দেখতে পান।

৫. আপিলকারীরা, অভিযুক্ত নং ৫ এবং ৭ সহ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ৩৪২, ৩২৪ এবং ৩২৬ সহপঠিত ১৪৯ এর অধীনে বিচার এবং দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাদের সর্বোচ্চ সাজা ছিল আইপিসি এর ধারা ৩২৬ এর অধীনে দুই বছরের সরল কারাদণ্ড। অভিযুক্ত নং ৬ এর বিরুদ্ধে বিচার অভিযোগপত্র দাখিল করার পর বিভক্ত করা হয়েছিল, যেহেতু সে পলাতক ছিল। আপিলকারীরা সহ-অভিযুক্তদের সাথে, তাদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজাকে বিরোধিতা করে কর্ণাটক হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট অভিযুক্ত নং ৫ ও ৭ কে বিষয় অপরাধে তাদের জড়িত থাকার প্রমাণ অপর্যাপ্ত পাওয়ায় খালাস দেয়, তবে আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত হওয়া এবং সাজা বহাল রাখে। এই ক্ষেত্রেও, পক্ষগুলি একটি আপোষে উপনীত হয়েছিল। উক্ত আপোষ অবশ্য বিচার আদালত বা হাইকোর্টের সামনে রেকর্ড করা হয়নি। আপিলকারীরা এখন তাদের এবং অভিযোগকারী-ভুক্তভোগীর মধ্যে পৌঁছানো আপোষের ভিত্তিতে 'অপরাধগুলির আপোষ' এবং ফলস্বরূপ তাদের খালাস চাইছেন।

৬. যখন এই দুটি আপিল শুনানির জন্য আসে, তখন এই আদালতের একটি দুই বিচারকের বেঞ্চ, ২০১২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখের সাধারণ আদেশ দ্বারা আপিলের অনুমতি দেয়। বেঞ্চ আরও নির্দেশ দেয় যে জ্ঞান সিং বনাম পাঞ্জাব[১]-এর রেফারেন্স নিষ্পত্তির পর আপিলগুলি তালিকাভুক্ত করা হবে, যেখানে এই আদালতের একটি তিন বিচারকের বেঞ্চ, সেই সময়ে, এই বিষয়টি বিবেচনা করছিল যে 'অ-আপোষযোগ্য' অপরাধগুলি আদালত কর্তৃক 'আপোষ' করা যেতে পারে কিনা বা বিকল্পভাবে, হাইকোর্ট তার ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগে অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগী-অভিযোগকারীর মধ্যে একটি আপোষ/নিষ্পত্তির ভিত্তিতে অ-আপোষযোগ্য অপরাধগুলি বাতিল করতে পারে কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে কী পরিস্থিতিতে।

৭. আপিলকারীরা, উভয় আপিলেই, সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আদালতের কাছে আবেদন করছেন।

বিশ্লেষণ:

৮. আমরা আপিলকারী এবং রাজ্যের বিজ্ঞ আইনজীবীদের কথা যথেষ্ট সময় ধরে শুনেছি। অ-আপোষযোগ্য অপরাধ থেকে উদ্ভূত কার্যক্রম বাতিল করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্নগুলি, যা সমাজের উপর কোনো প্রভাব বা অবক্ষয়কারী প্রভাব ফেলে না, অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগী-অভিযোগকারীর মধ্যে একটি আপোষের ভিত্তিতে, আর নতুন নয় এবং এই আদালত দ্বারা ইতিবাচকভাবে সেগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আপিলকারী এবং অভিযোগকারী(গুলি) এর বিজ্ঞ আইনজীবী, উভয় আপিলেই, তাই পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ/নিষ্পত্তির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছেন এবং সম্পূর্ণ ফৌজদারি বিচার বাতিল করার জন্য আবেদন করছেন, বিজ্ঞ রাষ্ট্রীয় আইনজীবী(গুলি) আপোষের বিষয়টি বিতর্কিত না করে, এই ধরনের পদ্ধতির তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এই আপিলগুলিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত নেই।

৯. এই মামলাগুলির ঘটনাগুলি পরীক্ষা করার আগে এবং ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার পরিধি পুনরায় ব্যাখ্যা করার আগে, জ্ঞান সিং (উপরোক্ত) মামলার এই আদালতের একটি তিন বিচারকের বেঞ্চ কর্তৃক স্থাপিত নিম্নলিখিত নীতিগুলি আলোকিত করা প্রাসঙ্গিক হবে:

"৬১. ...ফৌজদারি কার্যক্রম বা এফআইআর বা অভিযোগ বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত এখতিয়ারের ক্ষমতা এবং ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৩২০ এর অধীনে অপরাধগুলি আপোষ করার জন্য ফৌজদারি আদালতকে দেওয়া ক্ষমতা স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন।"

১) (২০১২) ১০ এস. সি. সি ৩০৩

অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিস্তৃত পরিধির এবং কোনো বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা নেই, তবে এটি এই ক্ষমতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশিকা অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত, যথা:

(i) ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অথবা (ii) কোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করা। কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যক্রম বা অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে অপরাধী এবং ভুক্তভোগী তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে তা প্রতিটি মামলার তথ্য ও পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণী নির্ধারণ করা যাবে না। তবে, এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করার আগে, হাইকোর্টকে অপরাধের প্রকৃতি এবং গুরুত্বের প্রতি যথাযথ বিবেচনা করতে হবে। মানসিক বিকৃতির জঘন্য এবং গুরুতর অপরাধ বা খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদির মতো অপরাধগুলি উপযুক্তভাবে বাতিল করা যাবে না, এমনকি যদি ভুক্তভোগী বা ভুক্তভোগীর পরিবার এবং অপরাধী বিরোধ নিষ্পত্তি করে থাকে। এই ধরনের অপরাধগুলি ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইন বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সংঘটিত অপরাধের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে কোনো আপোষ; এই ধরনের অপরাধ জড়িত ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার কোনো ভিত্তি প্রদান করতে পারে না। কিন্তু যে সকল ফৌজদারি মামলায় অত্যধিক এবং প্রধানত দেওয়ানি গন্ধ রয়েছে, সেগুলি বাতিল করার উদ্দেশ্যে ভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, আর্থিক, ব্যবসায়িক, দেওয়ানি, অংশীদারিত্ব বা এই ধরনের লেনদেন থেকে উদ্ভূত অপরাধ বা যৌতুক সম্পর্কিত বিবাহ থেকে উদ্ভূত অপরাধ ইত্যাদি বা পারিবারিক বিরোধ যেখানে অন্যায় মূলত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি তাদের সম্পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে। এই শ্রেণীর মামলাগুলিতে, হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করতে পারে যদি তার মতে, অপরাধী এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আপোষের কারণে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং ক্ষীণ হয় এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্তকে গুরুতর নিপীড়ন এবং কুসংস্কারের মধ্যে ফেলবে এবং ভুক্তভোগীর সাথে সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করলে তার প্রতি চরম অবিচার হবে।

অন্য কথায়, হাইকোর্টকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে ফৌজদারি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া অন্যায় বা ন্যায়বিচারের স্বার্থের পরিপন্থী হবে কিনা অথবা ভুক্তভোগী এবং অন্যায়কারীর মধ্যে নিষ্পত্তি এবং আপোষ সত্ত্বেও ফৌজদারি কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহারের শামিল হবে কিনা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য, ফৌজদারি মামলার অবসান ঘটানো উপযুক্ত কিনা এবং যদি উপরের প্রশ্ন(গুলি) এর উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার জন্য তার এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১০. এই বিস্তৃত মৌলিক নীতিগুলির সংকলন, যা একাধিক বিচারিক নজিরের মধ্যে গঠিত হয়েছে, এই আদালতের অন্য একটি ৩ বিচারকের বেঞ্চ মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম লক্ষ্মী নারায়ণ এবং অন্যান্যরা২ মামলায় বিশদভাবে পুনরাবৃত্তি করেছে:

"(১) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে অ-আপোষযোগ্য অপরাধের জন্য ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষমতা, যেখানে অপরাধগুলি প্রধানত দেওয়ানি প্রকৃতির, বিশেষ করে বাণিজ্যিক লেনদেন বা বৈবাহিক সম্পর্ক বা পারিবারিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত এবং যখন পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে সম্পূর্ণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে;

(২) এই ধরনের ক্ষমতা সেই সমস্ত মামলায় প্রয়োগ করা যাবে না যেখানে গুরুতর এবং জঘন্য মানসিক বিকৃতির অপরাধ বা খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ জড়িত। এই ধরনের অপরাধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির নয় এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে;

(৩) একইভাবে, দুর্নীতি দমন আইন বা সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা সেই ক্ষমতায় কাজ করার সময় সংঘটিত অপরাধের মতো বিশেষ আইনের অধীনে অপরাধের জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না, কেবলমাত্র ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে আপোষের ভিত্তিতে বাতিল করা যাবে না;

২ (২০১৯) ৫ এস. সি. সি ৬৮৮, ১৫

"(৪) xxx xxx xxx

(৫) ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে অ-আপোষযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, যা ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং সমাজের উপর গুরুতর প্রভাব ফেলে না, এই কারণে যে ভুক্তভোগী এবং অপরাধীর মধ্যে একটি নিষ্পত্তি/আপোষ হয়েছে, হাইকোর্টকে অভিযুক্তের পূর্ববর্তী আচরণ; অভিযুক্তের আচরণ, যথা, অভিযুক্ত পলাতক ছিল কিনা এবং কেন সে পলাতক ছিল, কীভাবে সে অভিযোগকারীর সাথে আপোষ করার ব্যবস্থা করেছিল, ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১১. এটি সত্য যে 'অ-আপোষযোগ্য' অপরাধগুলি ফৌজদারি আদালত কর্তৃক ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগের নামে আপোষ করা যাবে না। আদালত কর্তৃক এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির পরিবর্তন, সংযোজন এবং সংশোধন করার সমতুল্য হবে, যা আইনসভার একচেটিয়া এখতিয়ার। ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির ভাষায় কোনো স্পষ্ট বা সুপ্ত অস্পষ্টতা নেই, যা এর ব্যাপক ব্যাখ্যার ন্যায্যতা প্রমাণ করতে পারে এবং 'আপোষযোগ্য' অপরাধের তালিকায় এমন অপরাধগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যা সচেতনভাবে অ-আপোষযোগ্য হিসাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও, ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির কাঠামোর মধ্যে একটি অপরাধ আপোষ করার সীমিত এখতিয়ার ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্টে ন্যস্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা নয়। হাইকোর্ট, একটি মামলার বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতি এবং ন্যায়সঙ্গত কারণ বিবেচনা করে, যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে এবং/অথবা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধিকে ব্যবহার করতে পারে।

১২. হাইকোর্ট, অতএব, অপরাধের প্রকৃতি এবং পক্ষগুলির শান্তিপূর্ণভাবে তাদের বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে এবং ভুক্তভোগী স্বেচ্ছায় ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার সম্মতি দিয়েছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে, ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে এই ধরনের কার্যক্রম বাতিল করতে পারে, এমনকি যদি অপরাধগুলি অ-আপোষযোগ্য হয়। হাইকোর্ট নিঃসন্দেহে একজন ব্যক্তির শরীর ছাড়িয়ে অপরাধের পরিণতিমূলক প্রভাবগুলি মূল্যায়ন করতে পারে এবং তারপরে একটি বাস্তবসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে, যাতে অপরাধ, এমনকি যদি শাস্তিহীনও থাকে, তবে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত বা পঙ্গু না করে।

১৩. আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে গুরুতর নয় এমন অপরাধ জড়িত ফৌজদারি কার্যক্রম বা যেখানে অপরাধগুলি মূলত ব্যক্তিগত প্রকৃতির, সেগুলি বাতিল করা যেতে পারে এই সত্য নির্বিশেষে যে বিচার ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আপিল খারিজ হয়েছে। শাস্তি প্রদানই ন্যায়বিচার প্রদানের একমাত্র রূপ নয়। আইন সমানভাবে প্রয়োগ করার সামাজিক পদ্ধতি সর্বদা বৈধ ব্যতিক্রমের অধীন। এটা বলা বাহুল্য যে, যে সকল ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর আপোষ করা হয়, সেখানে হাইকোর্টের এই ধরনের বিচক্ষণতা সততার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা, আপোষের পদ্ধতি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও গুরুত্বের পাশাপাশি অভিযুক্তের আচরণ, ঘটনার আগে ও পরে বিবেচনা করে। ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগের মূল ভিত্তি হবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। যথেষ্ট ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনো কঠোর ও দ্রুত নিয়ম থাকতে পারে না। ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতার একটি সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা কঠোর বা আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যা একটি মামলার প্রদত্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে বরং গুরুতর অবিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্যদিকে, যেখানে অপরাধীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, সেখানে এই ধরনের কোনো সুবিধা বাড়ানো উচিত নয়, যেমনটি এই আদালত নরিন্দর সিং এবং অন্যান্যরা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্যরা[৩] এবং লক্ষ্মী নারায়ণ (উপরোক্ত) মামলায় সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে।

১৪. অন্য কথায়, গুরুতর বা জঘন্য অপরাধ বা যে অপরাধগুলিতে নৈতিক অধঃপতন জড়িত বা সমাজের সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা জননীতি সম্পর্কিত বিষয় জড়িত, সেগুলিকে শুধুমাত্র দুটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এই ধরনের অপরাধের সমাজের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলার সম্ভাবনা থাকে। বাতিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জঘন্য অপরাধ মুছে ফেলা শুধুমাত্র সমাজে একটি ভুল বার্তা পাঠাবে না বরং অসাধু অভ্যাসগত বা পেশাদার অপরাধীদের অযাচিত সুবিধা দিতে পারে, যারা জবরদস্তি, হুমকি, সামাজিক বয়কট, ঘুষ বা অন্যান্য সন্দেহজনক উপায়ে একটি 'নিষ্পত্তি' সুরক্ষিত করতে পারে। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে "যদি এড়ানো যায় তবে কোনো দোষী ব্যক্তি যেন পালাতে না পারে।"

১৫. এই সুপ্রতিষ্ঠিত মাপকাঠিগুলি বিবেচনা করে, মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের আদেশ, যা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯-তে শেষ হয়েছে, হাইকোর্টের একটি অ-আপোষযোগ্য অপরাধ আপোষ করার ক্ষমতা নেই বলে রায় দিয়েছে, তা ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অজ্ঞতার কারণে এবং এইভাবে তা অস্থিতিশীল।

৩) (২০১৪) ৬ এস. সি. সি ৪৬৬, ২৯

তবে, কর্ণাটক হাইকোর্টের ২০০৯ সালের ৯ই জানুয়ারি তারিখের রায় ও আদেশ, যা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮-এর জন্ম দিয়েছে, এই কারণে ত্রুটিযুক্ত হতে পারে না যে পক্ষগুলি কোনো আপোষ/নিষ্পত্তি হাইকোর্টের নজরে আনেনি।

১৬. আসুন এখন সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে ন্যস্ত ক্ষমতার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করি। ইউনিয়ন কার্বাইড কর্পোরেশন এবং অন্যান্যরা বনাম ভারত ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা[৪] মামলার সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তটি সরাসরি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে, যেখানে এই আদালত নিম্নরূপ রায় দিয়েছে:

"৮৩. সংবিধানের ১৪২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের ক্ষমতার পরিধি স্পর্শকারী যুক্তিগুলিতে কিছু ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি গুরুতর জনগুরুত্বপূর্ণ। এই প্রস্তাবনাটি যে কোনো সাধারণ আইনের বিধান, তা যে জননীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ১৪২(১) অনুচ্ছেদের অধীনে সর্বোচ্চ আদালতের ক্ষমতাকে সীমিত করে, তা অযৌক্তিক এবং ভুল। গার্গ [১৯৬৩ সম্পূরক ১ এস.সি.আর ৮৮৫, ৮৯৯-৯০০ : এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৯৯৬] এবং আন্তুলে উভয় মামলাতেই [(১৯৮৮) ২ এস.সি.সি. ৬০২ : ১৯৮৮ এস.সি.সি. (ফৌজদারি) ৩৭২] সাংবিধানিক বিধান এবং সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি ছিল। বিধিবদ্ধ বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতির প্রভাব সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণগুলি সেই মামলাগুলিতে অপ্রয়োজনীয় ছিল কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সিদ্ধান্তগুলি সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘনের উপর ভিত্তি করে ছিল। আমরা শ্রী নরিমনের সাথে একমত যে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষেত্রে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের ক্ষমতা ধারা ৩২০ বা ৩২১ বা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধি বা তাদের সম্মিলিতভাবে দ্বারা নিঃশেষিত হয় না। ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্তরের এবং ভিন্ন গুণের। সাধারণ আইনে থাকা নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা বা বিধানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সাংবিধানিক ক্ষমতার উপর নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা হিসাবে কাজ করতে পারে না। বিধিবদ্ধ এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতাগুলি একটি নির্দিষ্ট আইনের স্কিমকে মূর্ত এবং প্রতিফলিত করতে পারে, কর্তৃপক্ষ বা আদালতের প্রকৃতি এবং অবস্থান বিবেচনা করে যার উপর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা - কিছু উপযুক্ত উপায়ে - পরিকল্পিত হয়েছে।

৪) (১৯৯১) ৪ এস. সি. সি ৫৮৪,৮৩

সীমাবদ্ধতাগুলি অগত্যা প্রতিফলিত নাও হতে পারে বা জননীতির কোনো মৌলিক বিবেচনার উপর ভিত্তি করে নাও হতে পারে। শ্রী সোরাবজী, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, গার্গ মামলার [১৯৬৩ সম্পূরক ১ এস.সি.আর ৮৮৫, ৮৯৯-৯০০ : এআইআর ১৯৬৩ এসসি ৯৯৬] উল্লেখ করে বলেছেন যে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতার উপর সীমাবদ্ধতা, যা "মূল আইনের স্পষ্ট বিধিবদ্ধ বিধানগুলির সাথে অসঙ্গতি" থেকে উদ্ভূত, তার অর্থ আসলে কোনো মূল বিধিবদ্ধ আইনে থাকা কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা হিসাবে বোঝা উচিত। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে যদি 'বিধান' এর পরিবর্তে 'নিষেধাজ্ঞা' শব্দটি পড়া হয় তবে সম্ভবত এটি উপযুক্ত ধারণাটি প্রকাশ করবে। তবে আমরা মনে করি যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞাও জননীতির কিছু অন্তর্নিহিত মৌলিক এবং সাধারণ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেখানো উচিত এবং শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পরিকল্পনা বা প্যাটার্নের আনুষঙ্গিক হওয়া উচিত নয়। আবার এটি বলা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা এই ধরনের স্পষ্ট বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞার অধীন। এটি এই ধারণাটি প্রকাশ করবে যে বিধিবদ্ধ বিধানগুলি একটি সাংবিধানিক বিধানকে অগ্রাহ্য করে। সম্ভবত, ধারণাটি প্রকাশ করার সঠিক উপায় হল যে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় এবং একটি কারণ বা বিষয়ের "সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার" এর প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করার সময়, সর্বোচ্চ আদালত জননীতির কিছু মৌলিক নীতির উপর ভিত্তি করে যেকোনো মূল বিধিবদ্ধ বিধানের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞাগুলি নোট করবে এবং সেই অনুযায়ী তার ক্ষমতা এবং বিচক্ষণতার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রস্তাবনাটি ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আদালতের ক্ষমতা সম্পর্কিত নয়, বরং একটি কারণ বা বিষয়ের 'সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার' কী বা কী নয় এবং ক্ষমতার প্রয়োগের ঔচিত্যের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। এখতিয়ারের অভাব বা অকার্যকরতার কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৭. উপরোক্ত উদ্ধৃত নীতিটি এই আদালত পরবর্তীতে অসংখ্য সিদ্ধান্তে ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করেছে, যার মধ্যে মণিকা কুমার এবং আরেকজন ইউ.পি. রাজ্য[৫], মনোহর লাল শর্মা বনাম ভারত ইউনিয়ন[৬] এবং সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন বনাম ভারত ইউনিয়ন৭, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পুনরাবৃত্তি করে যে:

৫) (২০০৮) ৮ এস. সি. সি ৭৮১,৪৪৫

৬) (২০১৪) ২ এস. সি. সি ৫৩২,৪৪৩

৭) (১৯৯৮) ৪ এস. সি. সি ৪০৯,৪৪৭

"৪৭. সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা আদালতের অন্তর্নিহিত এবং সেই ক্ষমতাগুলির পরিপূরক যা বিভিন্ন সংবিধি দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে আদালতকে অর্পণ করা হয়েছে যদিও সেই সংবিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। পক্ষগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষমতাগুলি সংবিধি থেকে স্বাধীনভাবে বিদ্যমান। এই ক্ষমতাগুলি অত্যন্ত বিস্তৃত পরিধির এবং সম্পূরক ক্ষমতার প্রকৃতির। এই ক্ষমতাগুলি সংবিধি ছাড়াও এখতিয়ারের একটি পৃথক এবং স্বাধীন ভিত্তি হিসাবে বিদ্যমান। এটি তার ভিত্তি এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে এবং সম্ভবত আরও বিস্তৃত ভিত্তির উপর স্থাপন করা যেতে পারে, যাতে মোকদ্দমা প্রক্রিয়ায় অবিচার রোধ করা যায় এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করা যায়। এই পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ার, এইভাবে, ক্ষমতার অবশিষ্ট উৎস যা এই আদালত যখনই ন্যায্য এবং ন্যায়সঙ্গত মনে করে তখন ব্যবহার করতে পারে এবং বিশেষ করে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া পালন নিশ্চিত করতে, আইন অনুযায়ী ন্যায়বিচার পরিচালনা করার সময় পক্ষগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করতে পারে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে এটি অন্যান্য সকল ক্ষমতার একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ এবং এখতিয়ারের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত এবং "ন্যায়বিচারের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত বা অবরুদ্ধ করা" রোধ করতে আদালতের হাতে একটি মূল্যবান অস্ত্র হিসাবে কাজ করে..."

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৮. এটি এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্বতঃসিদ্ধ যে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার প্রদানের জন্য এই আদালতের পূর্ণাঙ্গ এখতিয়ারকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধারণ বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা সীমিত বা প্রতিবন্ধিত করা যাবে না। এটিও লক্ষণীয় যে ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির মতো স্পষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতেও, যা সুপ্রিম কোর্টকে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল ও রদ করার ক্ষমতা দেয়, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রয়োগযোগ্য এখতিয়ার এই আদালতকে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়, যাতে সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়। এটি করার সময়, ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে, যা সমষ্টির শান্তি বজায় রাখার মহৎ দর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং একজন ব্যক্তিকে কারাগারে রাখার যুক্তি তার সংস্কারের লক্ষ্যে নিবদ্ধ।

১৯. আমরা এইভাবে সারসংক্ষেপ করছি এবং রায় দিচ্ছি যে ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির বিপরীতে যেখানে আদালত বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে 'আপোষযোগ্য' অপরাধের ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হয়, সেখানে ধারা ৪৮২ ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে হাইকোর্ট বা সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে ন্যস্ত অসাধারণ ক্ষমতা ধারা ৩২০ ফৌজদারি কার্যবিধির সীমা ছাড়িয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি যে ব্যাপক প্রশস্ততার এই ধরনের ক্ষমতা ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার প্রসঙ্গে সতর্কতার সাথে প্রয়োগ করা উচিত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রেখে: (i) সমাজের চেতনার উপর অপরাধের প্রকৃতি এবং প্রভাব; (ii) আঘাতের গুরুত্ব, যদি থাকে; (iii) অভিযুক্ত এবং ভুক্তভোগীর মধ্যে আপোষের স্বেচ্ছামূলক প্রকৃতি; এবং (iv) কথিত অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগে এবং পরে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আচরণ এবং/অথবা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচনা।

২০. উপরোক্ত পরামিতিগুলি মূল্যায়ন করে এবং আমাদের সামনে থাকা দুটি আপিলের বিশেষ ঘটনা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে, আমরা ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করতে এবং ফলস্বরূপ উভয় আপিলে দোষী সাব্যস্ত হওয়া বাতিল করতে ইচ্ছুক। আমরা নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য এটি বলছি:

প্রথমত, এই আপিলগুলিতে জড়িত ঘটনা(গুলি) সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফৌজদারি কার্যক্রমের বাড়তি প্রভাব হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে;

দ্বিতীয়ত, যে আঘাতগুলির জন্য আপিলকারীরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি তাদের মানসিক বিকৃতি বা এমন গুরুতর প্রকৃতির অপরাধের ঘটনা প্রদর্শন করে না যেগুলি বাতিল করলে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হবে;

তৃতীয়ত, অপরাধের প্রকৃতি এবং আঘাতগুলির বিবেচনায়, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে বিচার শেষ হয়েছে বা দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে তাদের আপিল(গুলি) খারিজ হয়েছে তা অপ্রাসঙ্গিক;

চতুর্থত, পক্ষগুলি নিজেদের ইচ্ছায়, কোনো জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই, স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মতভেদ ভুলে গেছে এবং তাদের বিরোধ(গুলি) নিষ্পত্তি করতে চায়;

পঞ্চমত, উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনা(গুলি) যথাক্রমে ২০০০ এবং ১৯৯৫ সালে অনেক আগে ঘটেছিল। রেকর্ড অনুযায়ী এমন কিছু নেই যা প্রমাণ করে যে কথিত আপোষের আগে বা পরে পক্ষগুলির মধ্যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে;

ষষ্ঠত, যেহেতু আপিলকারী এবং অভিযোগকারী(গুলি) একই গ্রাম(গুলি) এর বাসিন্দা এবং/অথবা কাছাকাছি কাজ করে, তাই ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা পক্ষগুলির মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করবে যারা যেকোনো বিদ্বেষ ভুলে যেতে এবং ক্ষমা করতে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ না নিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এবং

সপ্তমত, পক্ষগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তি এবং/অথবা আপিলকারীদের ফলস্বরূপ বেকসুর খালাস গ্রহণ করলে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রশাসনের উদ্দেশ্য অপ্রভাবিত থাকবে; বিশেষত তাদের বর্তমান বয়স বিবেচনা করে।

উপসংহার:

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯

২১. ফলস্বরূপ, এবং উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, ২০০৬ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের নিষ্পত্তির সহপঠিত আমরা সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করা এবং উপরোক্ত মামলার ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করা উপযুক্ত বলে মনে করি। এর ফলস্বরূপ, এফআইআর থেকে উদ্ভূত সমস্ত অপরাধ যা ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯-তে পরিচালিত হয়েছিল তা বাতিল করা হয়েছে, এবং বিচার আদালত, আপিল আদালত এবং হাইকোর্ট কর্তৃক পাসকৃত রায় ও আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আপিলকারীদের সমস্ত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত অপরাধ থেকে খালাস প্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৮

২২. এই আপিলের ক্ষেত্রে, আমরা লক্ষ্য করি যে আপিলকারী এবং অভিযোগকারী-ভুক্তভোগীর বিজ্ঞ আইনজীবী(গুলি) এই আদালতে যৌথভাবে বলেছেন যে পক্ষগুলি তাদের বিরোধ(গুলি) নিষ্পত্তি করেছে, কিন্তু কোনো আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি নথিভুক্ত করা হয়নি বা এই ধরনের নিষ্পত্তির চুক্তি রেকর্ড করা হয়েছে বলেও স্পষ্ট করা হয়নি। স্বীকৃতভাবে, পক্ষগুলির মধ্যে আপোষ/নিষ্পত্তির বিষয়টি এই আদালতে প্রথমবারের মতো উত্থাপিত হয়েছে। নিষ্পত্তির কোনো প্রমাণ না থাকায়, আমরা নিজেদেরকে দাবি করা আপোষের প্রতি মনোযোগ দিতে অক্ষম মনে করি। অতএব, আমরা উভয় আপিলকারী এবং অভিযোগকারী-ভুক্তভোগীকে শিমোগার প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি এবং তিন মাসের মধ্যে তাদের নিষ্পত্তি, যদি থাকে, লিখিতভাবে জমা দিতে বলছি। সি.জে.এম. অবিলম্বে এই আদালতে একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন, আপোষের সত্যতা সম্পর্কে তার সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করে। যদি উক্ত প্রতিবেদন পক্ষগুলির মধ্যে একটি সৎ বিশ্বাসী নিষ্পত্তির প্রতিফলন ঘটায়, তবে বর্তমান আপিলটিও

উপরে উল্লিখিত ২০১২ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৪৮৯ এর মতোই নিষ্পত্তি হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।তাছাড়া, এই ধরনের ঘটনায় অনস্বীকার্য ফলস্বরূপ হবে যে আপিলকারীদের সমস্ত উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যে সমস্ত অভিযুক্ত অপরাধ থেকে খালাস প্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে। অন্যদিকে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিমোগার সি.জে.এম.-এর সামনে কোনো আনুষ্ঠানিক নিষ্পত্তি পেশ করা না হয় বা প্রতিবেদন বিপরীত চিত্র তুলে ধরে, তবে ফৌজদারি আপিল খারিজ হয়ে যাবে কারণ এই আপিলে অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন উত্থাপিত বা জড়িত নেই।

২৩. উভয় ফৌজদারি আপিল উপরোক্ত শর্তে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিভূতি ভূষণ বোস **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal